ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন (জানুয়ারি ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৮)

২৮ আগস্ট ২০১৯

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- জাতীয় সংসদ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম, যার মূল কাজ - আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এ 'সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' (লক্ষ্য ১৬.৬), এবং 'সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা'র (লক্ষ্য ১৬.৭) ওপর গুরুত্ব আরোপ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র (২০১২): সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ
- দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার; বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে সংসদ সদস্যদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ বিধি-বিধান করার অঙ্গীকার
- ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন - এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা (চলমান .. ..)

- বিশ্বব্যাপি ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করে
  - বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে
- প্রস্তাবিত সুপারিশের আলোকে সংসদীয় কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয় - নবম সংসদে সময় ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল টাইমার প্রচলন, প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং আইন প্রণয়নে ব্যয়িত গড় সময় বৃদ্ধি ইত্যাদি
- দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী জোটসহ দেশের উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচন বর্জন; ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত; ১৫৩ জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত; ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি দশম সংসদের যাত্রা শুরু
- টিআইবি'র ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের ওপর এটি একটি সমন্বিত প্রতিবেদন, যেখানে দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও কার্যকরতা সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে

গবেষণা উদ্দেশ্য ও পরিধি

সার্বিক উদ্দেশ্য

দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দশম সংসদের সকল অধিবেশনের বিভিন্ন পর্ব এবং সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা

পরিধি

সংসদীয় অধিবেশনসহ কমিটি কার্যক্রম পর্যালোচনা; অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদের সাথে নির্দিষ্ট কয়েকটি নির্দেশকের ভিত্তিতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

গবেষণা পদ্ধতি, তথ্যের উৎস ও গবেষণার সময়

- গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্যের ব্যবহার
- গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- **প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস:** সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড, সরাসরি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
- **পরোক্ষ তথ্যের উৎস:** সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র
- **গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তথ্যের বিবেচনাধীন সময়:** জানুয়ারি ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৮ (দশম সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন)

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকসমূহ

মূল নির্দেশক	উপ-নির্দেশকসমূহ
১. আইন প্রণয়ন কার্যক্রম	▪ বিল উত্থাপন, আলোচনা (আপত্তি, সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব); মন্ত্রীর বক্তব্য ▪ আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট (অর্থ আইন) আলোচনা
২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম	▪ প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা ▪ অনির্ধারিত আলোচনা ▪ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ▪ সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট ▪ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম ▪ সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা
৩. জেন্ডার প্রেক্ষিত	▪ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ▪ বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়
৪. সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	▪ সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা ▪ সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার
৫. সংসদীয় উন্মুক্ততা	▪ সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা

দশম সংসদ পরিচিতি

- দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৮২% আসন) অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে; আওয়ামী লীগ (২৩৪টি আসন) ও তার শরীক দল (১৩টি আসন); প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (৩৪টি আসন) এবং অন্যান্য বিরোধী (১৯টি আসন)
- সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্নাতক ও স্নাতকোত্তর/তদূর্ধ্ব প্রায় ৭৯%; এইচএসসি সমমানের প্রায় ১২%; এসএসসি ও তার কম ৯%
- সদস্যদের পেশা - ব্যবসায়ী ৫৯%, আইনজীবী ১৩%, রাজনীতিক ৭%, অন্যান্য ২১% (শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তা, গৃহিনী, পরামর্শক ইত্যাদি) (সংযুক্তি ১)
- জাতীয় পার্টির দ্বৈত অবস্থান - একদিকে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের পরিচয় অন্যদিকে সরকারের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্তি - নিজেদের বিতর্কিত অবস্থান নিয়ে পরিচিতির সংকট; প্রধান বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ

দশম সংসদে কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

- দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ৪১০, ব্যয়িত মোট সময় ১৪১০ ঘন্টা ৯ মিনিট এবং বৈঠককাল প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট
- সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন পর্বে ব্যয়িত সময়ের হার অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কার্যক্রমে (৬০%), আইন প্রণয়নে (বাজেট ব্যতীত) ব্যয়িত সময় ১২%

সংসদে বিভিন্ন আলোচনা পর্বে ব্যয়িত সময়ের হার

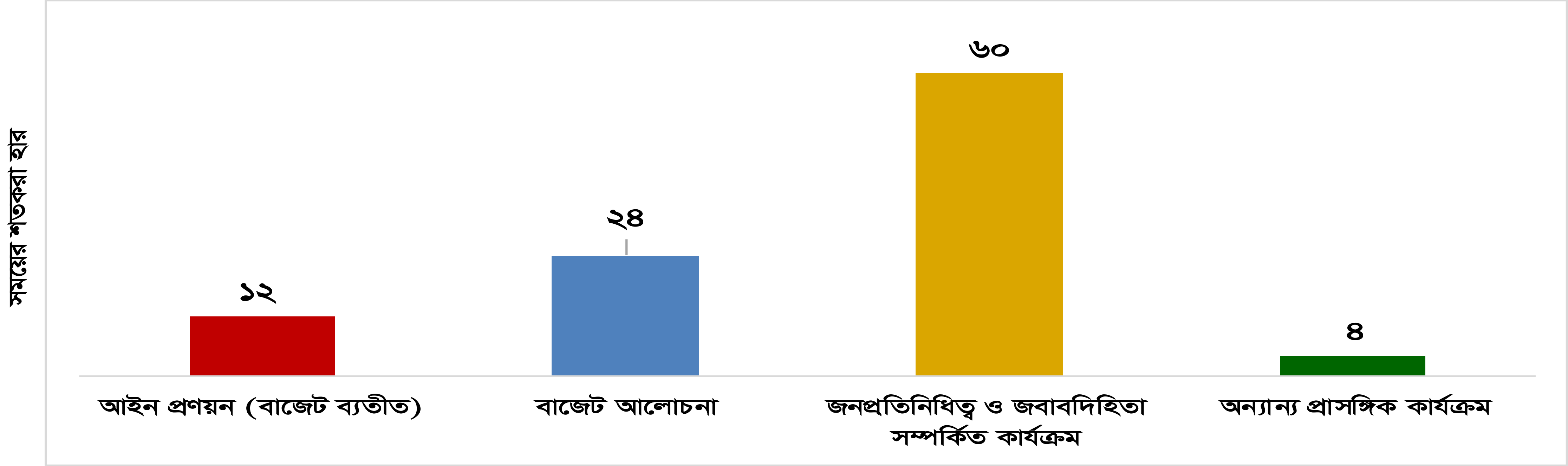

- জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম: প্রশ্নোত্তর, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস, সাধারণ আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, মন্ত্রীদের বিবৃতি, স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি
- অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম: শোক প্রস্তাব, স্পিকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ইত্যাদি

দশম সংসদে কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যদের দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় (%)

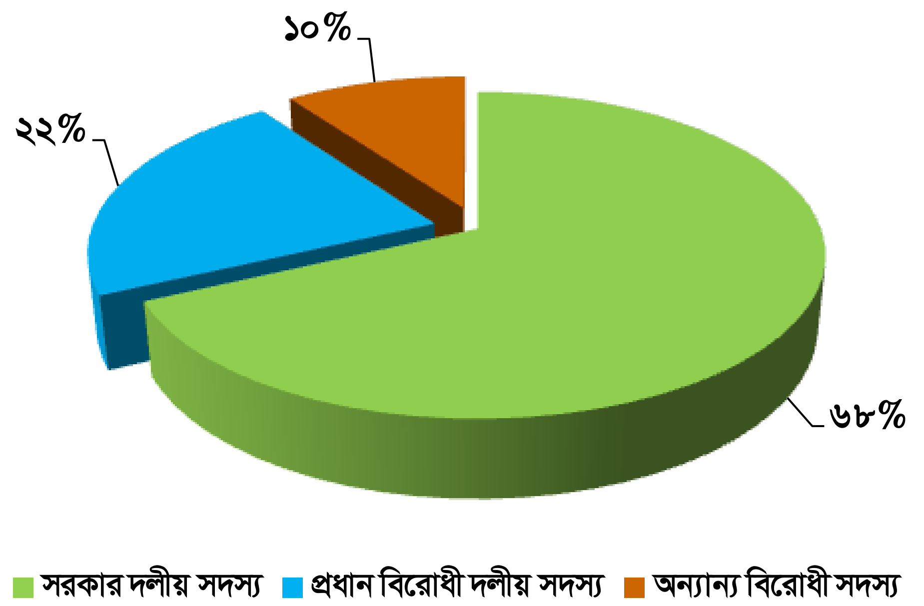

- সর্বোচ্চ ১০টি পর্বে অংশগ্রহণ - ৬ জন (সরকারি দল - ২ জন, প্রধান বিরোধী - ২ জন , অন্যান্য বিরোধী - ২ জন)
- কমপক্ষে একটি পর্বে অংশগ্রহণ - ১৮ জন (সরকারি দল - ১৬ জন, প্রধান বিরোধী - ১ জন , অন্যান্য বিরোধী - ১ জন)

সংসদের বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ (জন)

আলোচনা পর্ব	সরকারি দল (২৯০ জন)	প্রধান বিরোধী দল (৪১ জন)	অন্যান্য বিরোধী (১৯ জন)	মোট (৩৫০ জন)
আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতিত)	৭১	১৯	৪	৯৪
বাজেট আলোচনা	২৫৫	৩৭	১৭	৩০৯
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৫০	৩৬	১৪	৩০০
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৭৩	১৫	৮	৯৬
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২১০	৩৫	১১	২৫৬
জন-গুরুত্বপূর্ণ গৃহীত নোটিস (বিধি ৭১)	৫১	১৪	৩	৬৮
জন-গুরুত্বপূর্ণ অগৃহীত নোটিস (বিধি ৭১-ক)	১৩১	২৩	১২	১৬৬
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	৬৫	১০	৬	৮১
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৭)	১০৯	১৭	৫	১৩১
অনির্ধারিত আলোচনা	১০২	২২	৯	১৩৩

১. আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন

- মোট সময়ের মাত্র ১২% আইন প্রণয়নে ব্যয়িত
  (২০১৭-১৮ সালে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস-এ এই হার প্রায় ৪৮% এবং ২০১৪-১৯ সালে ভারতের ১৬তম লোকসভায় এই হার ৩২%)
- ১৯৩টি সরকারি বিল পাস (সংশোধনী বিল - ৫১টি);
- ১৬টি বেসরকারি বিল উত্থাপিত হলেও কোনোটি পাস হয়নি
- বিল উত্থাপন, এবং বিলের ওপর সদস্যদের আলোচনা ও মন্ত্রীর বক্তব্যসহ একটি বিল পাস করতে গড়ে প্রায় ৩১ মিনিট সময় ব্যয় (ভারতের ১৬তম লোকসভায় প্রতিটি বিল পাসে গড়ে প্রায় ১৪১ মিনিট ব্যয়)

বিল পাসে ব্যয়িত সময়ের চিত্র

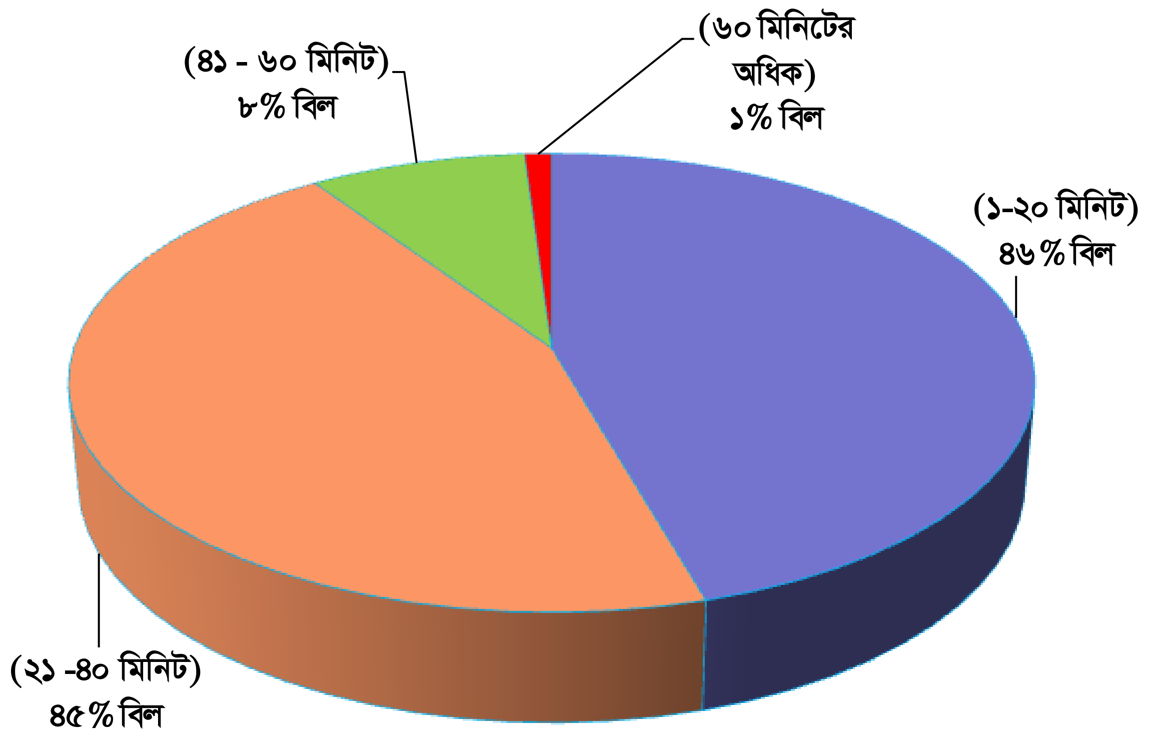

১. আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন

- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের ১১% সরকারি দল, ৬৭% প্রধান বিরোধী দল, ২২% অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ব্যয় করেছেন; বিলের ওপর সংশোধনী এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাব-এর ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের তুলনামূলক সক্রিয় অংশগ্রহণ
- *বিলের ওপর আপত্তি উত্থাপনে ১১ জন সংসদ সদস্য, বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় ৩১ জন সদস্য এবং বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ৩৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণ (প্রধান বিরোধীদলীয় ৬ জন, অন্যান্য বিরোধী সদস্য ২ জন আইন কার্যক্রমের সকল ধরনের অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন)*
- পূর্ববর্তী সংসদের মতই বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কণ্ঠভোটে নাকচ; আইন প্রণয়নে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের চর্চা নেই; কয়েকটি আলোচিত বিলে অংশীজনের মতামতের প্রতিফলনের ঘাটতি [বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল, সড়ক পরিবহন বিল, বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ষোড়শ সংশোধনী বিল]
- *বাংলাদেশের সংসদীয় চর্চায় নিরঙ্কুশ ভোটে সংবিধান সংশোধন বিল পাস হওয়ার দৃষ্টান্ত - স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪ প্রথমে কণ্ঠভোটে ও পরে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (৩২৭-০ ভোটে) পাস*

১. আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (চলমান .. .. ..)

- কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সদস্যের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি লক্ষণীয়

- আইন প্রণয়নে তুলনামূলক কম সদস্যের অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য কারণ -
  - খসড়া বিল পর্যালোচনা করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ
  - আইন সম্পর্কিত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ

"নিজের (উত্থাপিত) নোটিসের (জনমত যাচাই ও সংশোধনী) পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রধান বিরোধী দলের (জাতীয় পার্টি) অনেকেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি, সঠিকভাবে হুইপিংও করা হয় নি - যে কারণে অনেকেই নিজস্ব নোটিসের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।"

- প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্য

১. আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

বাজেটের ওপর আলোচনা

- মোট সময়ের প্রায় ২৪%; দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় - সরকারি দল ৭৭%, প্রধান বিরোধী দল ১৮%, অন্যান্য বিরোধী সদস্য ৫%
- বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান
- সরকারি ও বিরোধী উভয় দলীয় সদস্যের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় - ব্যাংক খাতে সরকারের অব্যাহত ভর্তুকি, বাড়তি আবগারি শুল্ক ও ভ্যাট সংযোজন, সঞ্চয়পত্রের সুদের হার হ্রাস, অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ইত্যাদি
- আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে সরকারি ও বিরোধী দলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং অর্থমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে সহমত পোষণ

"বেসিক ব্যাংককে এক হাজার কোটি টাকা মূলধন দেওয়া হচ্ছে। কার টাকা কেন দিচ্ছেন? তারা দুর্নীতির জন্য লুটপাট করবে আর মূলধন দিতে হবে আমাদের? প্রয়োজনে এ ব্যাংকগুলোর বিষয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা হোক। সরকারি টাকা এভাবে লুটপাট করতে দেওয়া যাবে না।"

- সরকারদলীয় সদস্য

"লুটপাট কারা করছে? এরা কি আপনাদের চেয়ে, সরকারের চেয়ে শক্তিশালী? কেন তাদের আইনের আওতায় আনবেন না? বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুদক (দুর্নীতি দমন কমিশন) নাকি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু পায়নি।"

- প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্য

২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয় মোট সময়ের ৩%; দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় : সরকারি দল ৬৩%, প্রধান বিরোধী দল ১৮%, অন্যান্য বিরোধী সদস্য ১৯%
- মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয় মোট সময়ের ১৬%; দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় : সরকারি দল ৭৭%, প্রধান বিরোধী দল ১৪%, অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ৯%

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ

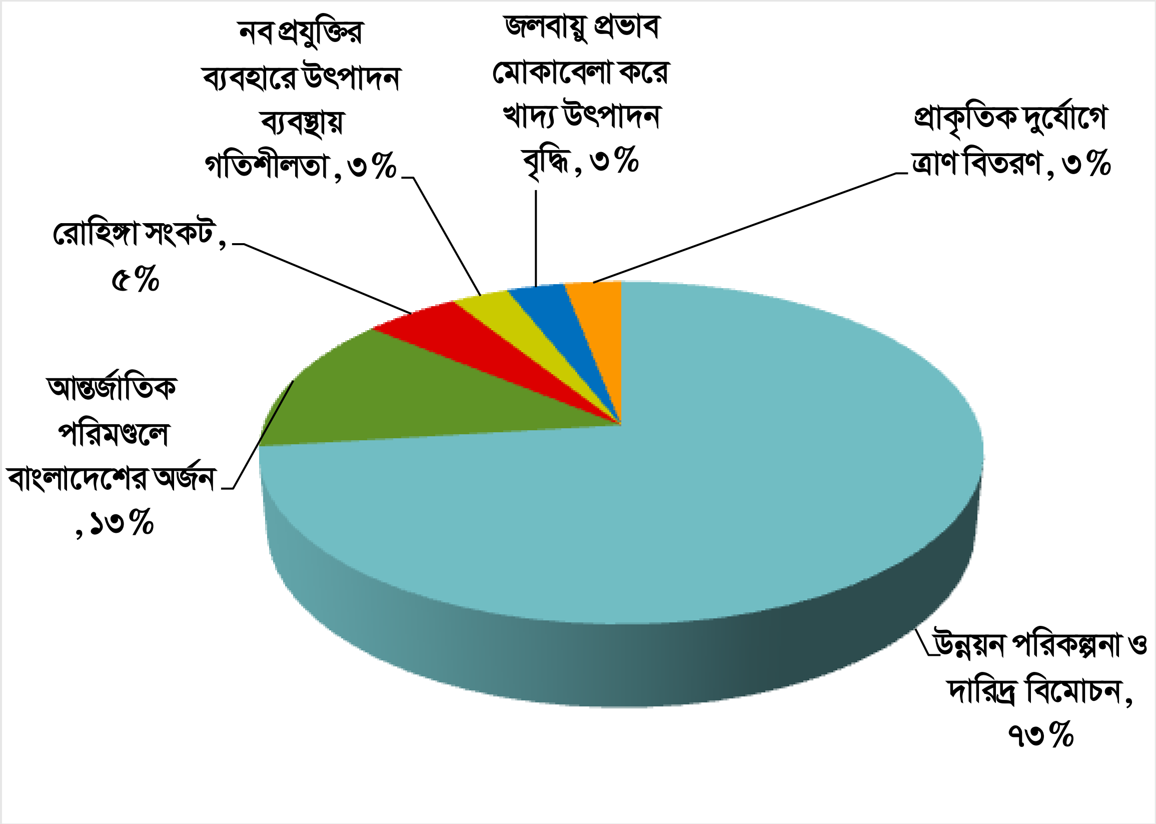

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত প্রশ্নের বিষয়সমূহ

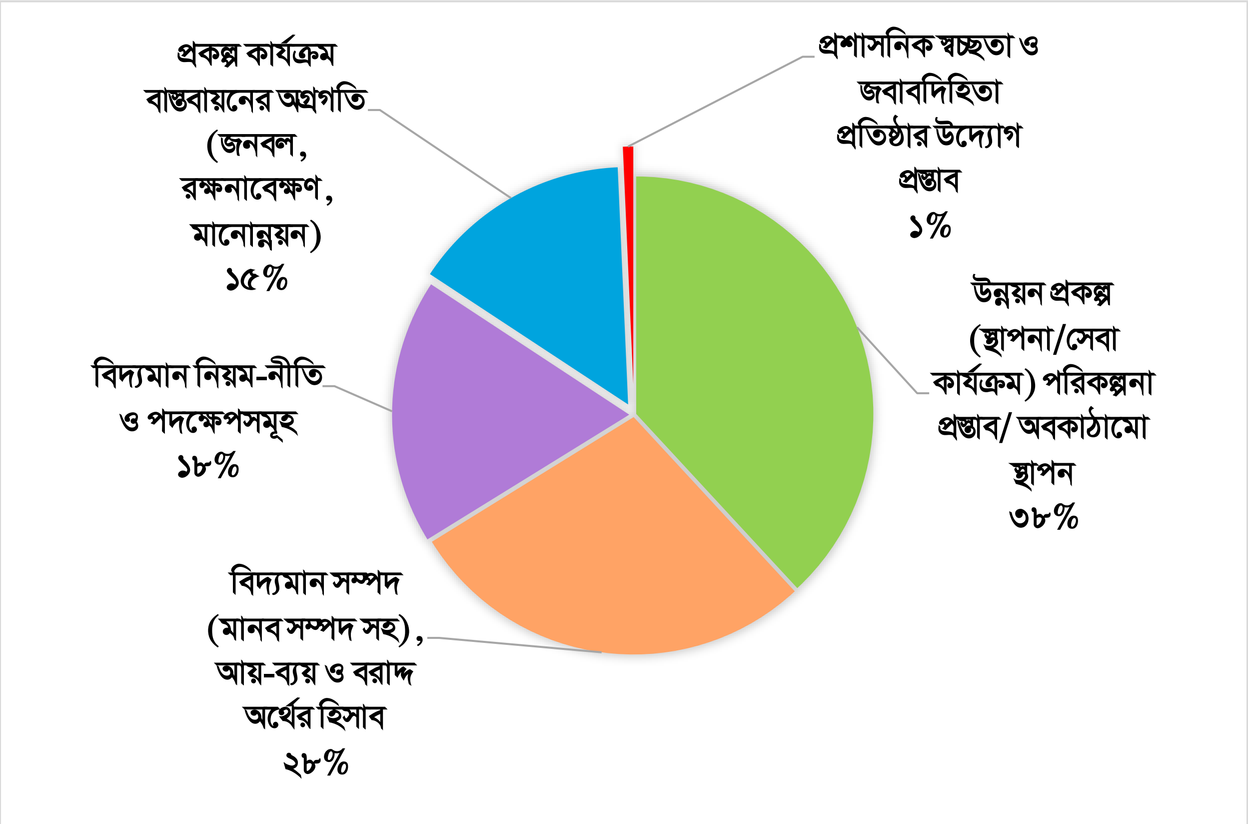

২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা

জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস: প্রাপ্ত মোট নোটিস ৪৭৫১টি; আলোচনার জন্য গৃহীত নোটিস (বিধি ৭১) ২৮৯টি

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১): ১০৫টি নোটিস উত্থাপিত, আলোচিত ৭০টি, স্থগিত ৩২টি, গৃহীত ৩টি; আলোচিত ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬৭টি প্রত্যাহৃত *(কারণ - পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান, বর্তমানে সরকারের উক্ত বিষয়ে কোন পরিকল্পনা না থাকা)*

সাধারণ আলোচনা: মোট সময়ের ৪%; দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় : সরকারি দল ৮৪%, প্রধান বিরোধী দল ১০%, অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ৬%

অনির্ধারিত আলোচনা: মোট সময়ের ৫%; দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় : সরকারি দল ৬৮%, প্রধান বিরোধী দল ১৮%, অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ১৪%

অনির্ধারিত আলোচনার বিষয় (শতকরা হার)

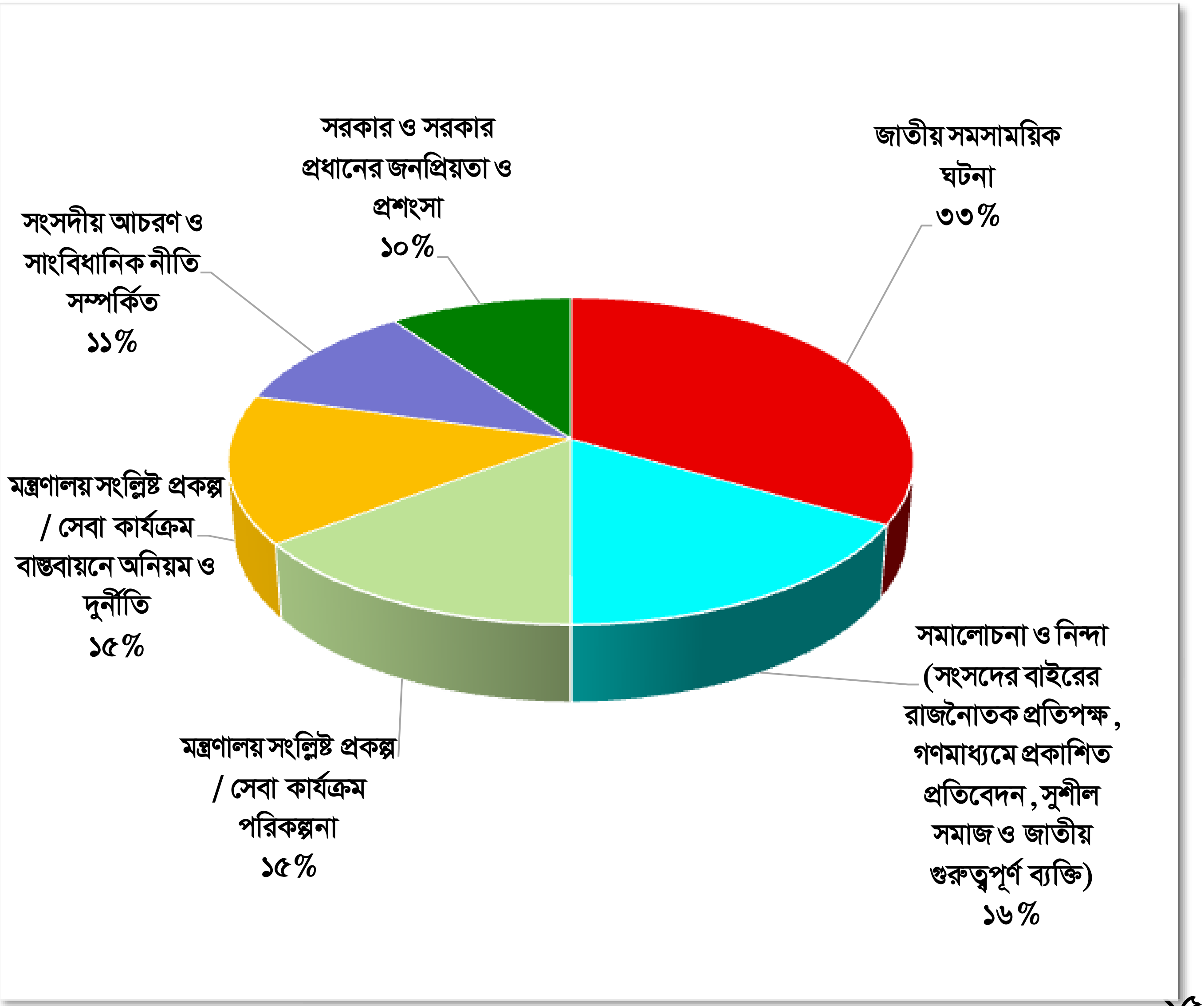

২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

- মোট সময়ের প্রায় ২২%; দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় - সরকারি দল ৮৩%, প্রধান বিরোধী দল ১২%, অন্যান্য বিরোধী সদস্য ৫%
- সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব লক্ষণীয়
- সংসদ নেতা এবং বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ের বক্তব্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনাও উল্লেখযোগ্য

আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা

- রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপন করার সাংবিধানিক বিধান থাকলেও দশম সংসদে এ ধরনের কোনো চর্চা দেখা যায় নি

২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা: সদস্যের উপস্থিতি

নির্দেশক	সদস্যের শতকরা হার
প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৬৩%
প্রতি কার্যদিবসে নারী সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৭১%
প্রতি কার্যদিবসে পুরুষ সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৬২%
৭৫%-এর বেশী কার্যদিবসে সদস্যের উপস্থিতি	
সরকারি দলের সদস্য	৩১%
প্রধান বিরোধী দলের সদস্য	৩১%
অন্যান্য বিরোধী সদস্য	৩৭%
মন্ত্রী	১৭%

নির্দেশক	কার্যদিবসের শতকরা হার
সংসদ নেতার উপস্থিতি	৮২%
বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	৫৯%

২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা: ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকট

সংসদ বর্জন

- ২৩টি অধিবেশনের কোনোটিতেই প্রধান বিরোধীদলীয় বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সংসদ বর্জন করেন নি

ওয়াকআউট

- প্রধান বিরোধীদলীয় ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা মোট ১৩ বার ওয়াকআউট করেন *(অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে, অবরোধের সময় মানুষকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে হুকুমের আসামী না করার প্রতিবাদে, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে, 'সুপ্রিম কোর্ট জাজেস (রেমুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজেস) (সংশোধন) বিল ২০১৬' উত্থাপনের বিরোধিতা করে, ব্যাংক কোম্পানি বিলের ওপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি)*

কোরাম সংকট

- ২৩টি অধিবেশনের প্রতিটি কার্যদিবসে কোরাম সংকট অব্যাহত, প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট ২৮ মিনিট; প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময়ের ১২%
- প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট পূর্বের সংসদের তুলনায় কিছুটা হ্রাস (সংযুক্তি ৪)
- ২৩টি অধিবেশনে মোট কোরাম সংকট ১৯৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট যার প্রাক্কলিত অর্থমূল্য প্রায় ১৬৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৬৩ টাকা (সংযুক্তি - ৫)

২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা: সংসদীয় কমিটি কার্যক্রম

- বিধি অনুযায়ী প্রতিটি (৫০টি) কমিটির প্রতিমাসে ন্যূনতম ১টি করে মোট ৩,০০০টি সভা করার নিয়ম; বাস্তবে ৪৮টি কমিটির মোট ১,৫৬৬টি সভা অনুষ্ঠিত; সার্বিকভাবে কমিটির সভায় ৫৫% সদস্যের অংশগ্রহণ
- বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করেছে ২টি কমিটি *(সরকারি হিসাব সংক্রান্ত ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি)*; কোনো সভা করেনি ২টি কমিটি *(কার্যপ্রণালী-বিধি, বিশেষ অধিকার কমিটি)*
- সর্বোচ্চ ১০৮টি সভা করেছে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সর্বনিম্ন ২টি সভা করেছে পিটিশন কমিটি
- আটটি কমিটিতে সদস্যদের (সভাপতিসহ) কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা বিদ্যমান *(কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮-এর ২ উপবিধির লঙ্ঘন)*
- প্রকাশিত ও প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৪৫%; কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়
- প্রতিবেদন তৈরির সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকায় একেকটি কমিটির প্রতিবেদন কাঠামো একেক রকম, ফলে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতির চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়
- পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে এটি কার্যকর নয়

২. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা: বিরোধী দলের ভূমিকা

- আইন প্রণয়নে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাবের আলোচনায় বিরোধী দলের সদস্যদের তুলনামূলক বেশী অংশগ্রহণ; কিন্তু আইন পাসের ক্ষেত্রে কণ্ঠভোটে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তাদের মতামত ও প্রস্তাব বিবেচিত না হওয়া
- বিরোধী দল সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা, আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; কিন্তু একইসাথে মন্ত্রীপরিষদের অংশ হওয়ায় এবং নিজেদের অবস্থান নিয়ে পরিচিতি সংকটের কারণে জোরালো ভূমিকা পালনে ব্যর্থ
- সরকারি দল এবং প্রধান বিরোধী উভয়ের বক্তব্যে সংসদে বিরোধী দলের পরিচয়/অবস্থান সংকট সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ

"আমরা সরকারি দলও না, বিরোধী দলও না। এটা আপনিও (স্পিকার) জানেন, আমরাও জানি। এভাবে দেশ চলতে পারে না। ... জনগণ আমাদের বিরোধী দল মনে করে না। মনে করবেই বা কী করে? আমরা কথা বলতে পারি না।"

– প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্য

"বিরোধী দল হিসেবে তাদের একটা ভূমিকা রাখা প্রয়োজন, এর সঙ্গে এটাও মনে রাখা উচিত যে বিরোধী দল হলেও আপনারা কোয়োলিশনের অংশ, এটা বক্তারা ভুলে যান।"

– সরকারদলীয় সদস্য

৩. জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের উপস্থিতি

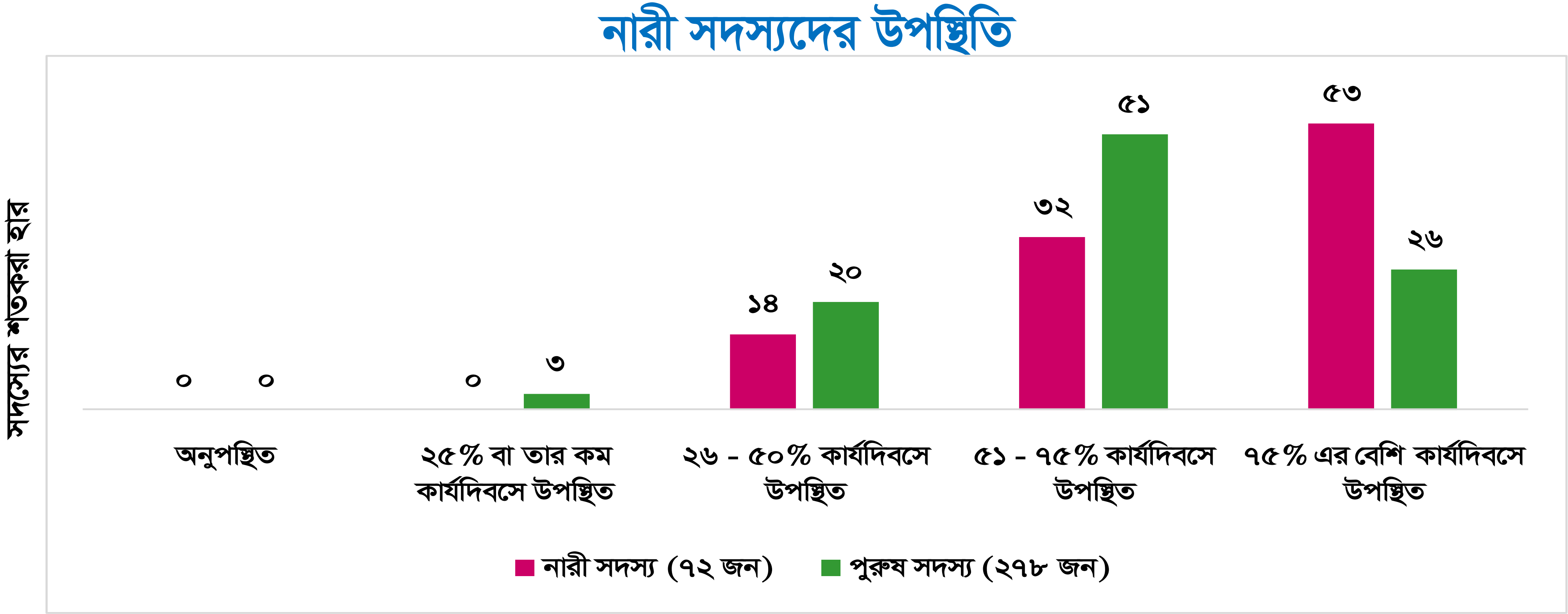

- সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য
- সর্বোচ্চ ১০টি পর্বে অংশগ্রহণ করেছে সরকারি দলের সংরক্ষিত আসনের একজন সদস্য
- ৪টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন (স্পিকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলের নেতা ব্যতীত)

৩. জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারীদের অংশগ্রহণ

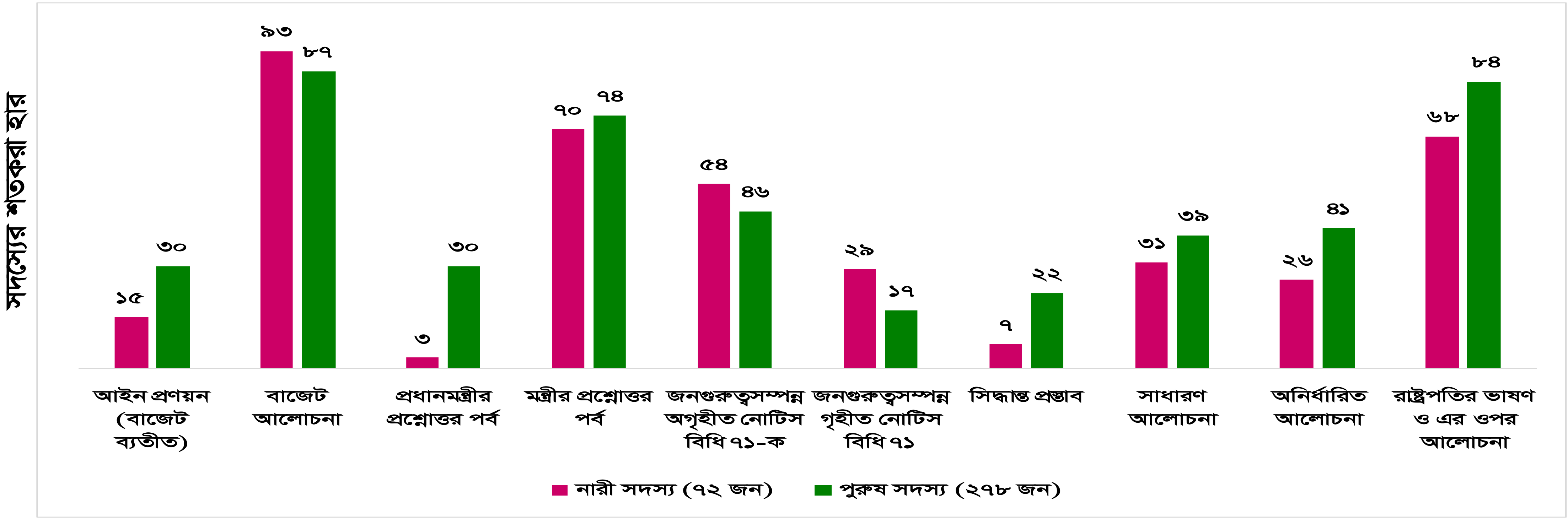

- আলোচনা পর্বের অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে আইন প্রণয়ন, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ পুরুষ সদস্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম

"অধিবেশন শুরুর আগে দলের প্রস্তুতি সভায় বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য দেওয়ার জন্য নারী সদস্যদেরকে উৎসাহিত করা হয়, হুইপিং করা হয়। কিন্তু তাদের নিজেদের আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে।" - সংসদ সদস্য

৩. বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়সমূহ

রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর পর্ব, অনির্ধারিত আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সাধারণ আলোচনা ও সংসদের সমাপনী বক্তব্যে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে সদস্যগণ বক্তব্য রাখেন

নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

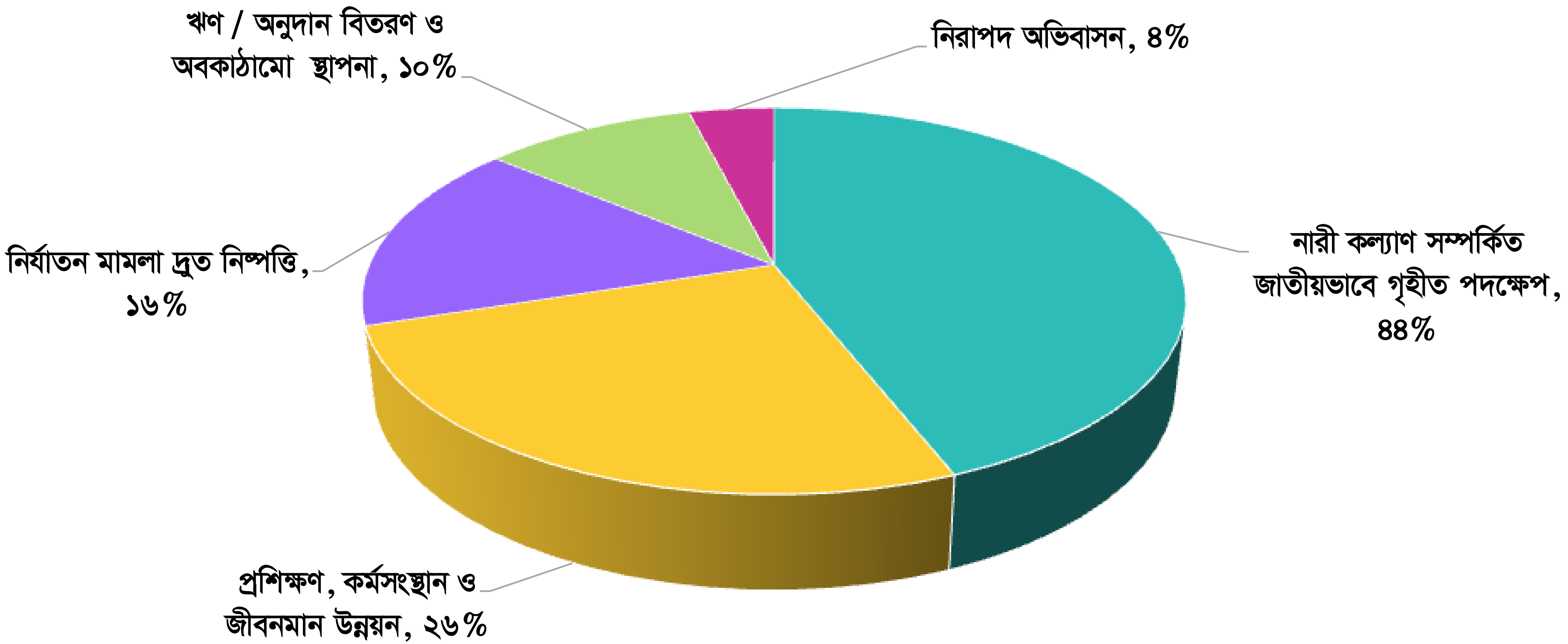

৪. সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা: সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা

সদস্যদের আচরণ

- সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কটূক্তি, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং অশ্লীল শব্দের ব্যবহার *(উদাহরণ - বেয়াদব, হারামজাদা, লম্পট, কুলাঙ্গার, বেঈমান, মোনাফেক, রক্তচোষা মহিলা ইত্যাদি) (বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধির ব্যত্যয়)*

- অধিবেশন চলাকালীন অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের আচরণ *(বিধি ২৬৭ এর ২, ৪, ৮ উপবিধির ব্যত্যয়)* -
  - অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা
  - কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলা
  - অধিবেশনে অমনোযোগিতা (মোবাইল/ট্যাবে ব্যস্ত থাকা; ঝিমানো ইত্যাদি)

স্পিকারের ভূমিকা

- সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করলেও সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা (কটূক্তি, অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের নীরবতা; কটূক্তি/অশ্লীল শব্দ বন্ধে সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ না করা *(বিধি ৩০৭-এর ব্যত্যয়)*

- বিধি অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি

৫. সংসদীয় উন্মুক্ততার চর্চা

- সংসদীয় কার্যক্রম টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত
- সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকরতার ঘাটতি এবং জন অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা সীমিত
- কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত না হওয়া - ৫০টি কমিটির মধ্যে ৪৫টি কমিটির ১০৫টি প্রতিবেদন পুস্তক আকারে প্রকাশিত; কমিটির কার্যক্রম উন্মুক্ত নয় এবং প্রকাশিত প্রতিবেদন সহজলভ্য নয়, ফলে কমিটি কার্যক্রমের তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা কম
- সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনসমূহ পুস্তক আকারে প্রকাশিত, কিন্তু ওয়েবসাইটে বা জনগণের জন্য সহজলভ্য নয়
- সদস্যদের উপস্থিতির তথ্যসহ সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১ - ২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪ -২০১৮)
সদস্যদের গড় উপস্থিতি (কার্যদিবস)	৫৫%	৬৩%	দশম সংসদের গঠন, বৈশিষ্ট্য এবং কথিত বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকটসহ দ্বৈত ভূমিকা বিবেচনায় উল্লেখিত নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলনাযোগ্য নয়
সংসদ নেতার উপস্থিতি (কার্যদিবস)	৫২%	৮০%	
বিরোধী নেতার উপস্থিতি (কার্যদিবস)	১০%	২%	
বিরোধী দল/ জোটের ওয়াকআউট	৯৯ বার	৫৪ বার	
প্রধান বিরোধী দল / জোটের সংসদ বর্জন	৬০% কার্যদিবস	৮২% কার্যদিবস	
<u>৭৫%-এর বেশী কার্যদিবসে সদস্যের উপস্থিতি</u>			
সরকারি দলের সদস্য	৩০%	৪৭%	
প্রধান বিরোধী দলের সদস্য	০%	০%	
অন্যান্য বিরোধী সদস্য	৩৮%	০%	
নারী সদস্য	৮২%	৪৬%	

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১ - ২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪ -২০১৮)
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়	৯%	৮%	১২%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	২০ মিনিট	১২ মিনিট	৩১ মিনিট
কার্যদিবস-প্রতি গড় কোরাম সংকট	৩৭ মিনিট	৩২ মিনিট	২৮ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	• সংসদ গঠনের প্রায় দেড় বছর পর কমিটি গঠন • বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	• প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন • ২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য	• প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন • একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
সংসদীয় কমিটির বৈঠক	• ৩টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	• ৩টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	• ২টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান
কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতি	৬৫%	৬৩%	৫৫%
কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার	৫৮%	৪৩%	৪৫%

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকায় দশম সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি, ফলে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় এবং সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পায়
- দশম সংসদে সংসদীয় কার্যক্রমের কয়েকটি নির্দেশকে (কোরাম সংকট হ্রাস, প্রতিটি বিল পাসে ব্যয়িত গড় সময় বৃদ্ধি, প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন, উভয় দল থেকে সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান ইত্যাদি) পরিসংখ্যানগত ইতিবাচক দিক লক্ষণীয়
- আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির প্রত্যাশিত কার্যকরতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘাটতি, এবং কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতির ফলে এই সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না
- সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়
- কথিত বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকট ও তাদের দ্বৈত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তারা প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেনি

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

সংসদকে কার্যকর করা

১. সংসদকে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ প্রয়োজন -

- সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে
- 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের সংসদের ভেতরে এবং বাইরের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে
- সংসদীয় কার্যক্রম এমন হবে যেখানে সরকারি দলের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান .. ..)

সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি

২. সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে; সদস্যদের জন্য অধিবেশনে এক্সপাঞ্জকৃত শব্দের তালিকাসহ কার্যপ্রণালী বিধির সহজবোধ্য সংস্করণ হিসেবে 'নির্দেশিকা পুস্তক' তৈরি করা যেতে পারে

৩. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে বিধি অনুযায়ী রুলিং প্রদান ও অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান .. ..)

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৫. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকেও কার্যকর করতে হবে

কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধি

৬. কোনো কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে উক্ত কমিটি থেকে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করতে হবে

৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে

৮. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ জাতীয় বাজেটে তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্ত শীর্ষ দশটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিসমূহের মধ্যে অর্ধেক কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলীয় সদস্যদের মনোনয়ন দিতে হবে

৯. কমিটি সভার প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, এবং ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তার বিস্তারিত মন্তব্য/ব্যাখ্যা লিখিতভাবে কমিটির পরবর্তী সভায় (বিধি অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে) জানানোর বিধান করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান .. ..)

তথ্য প্রকাশ

১০. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, বিধি অনুযায়ী কমিটি প্রতিমাসে একটি সভা করতে ব্যর্থ হলে তার ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন এবং কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে

১১. সংসদ সদস্যদের সম্পদের প্রতিবছরের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করতে হবে

ধন্যবাদ

(সংযুক্তি : ১) সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

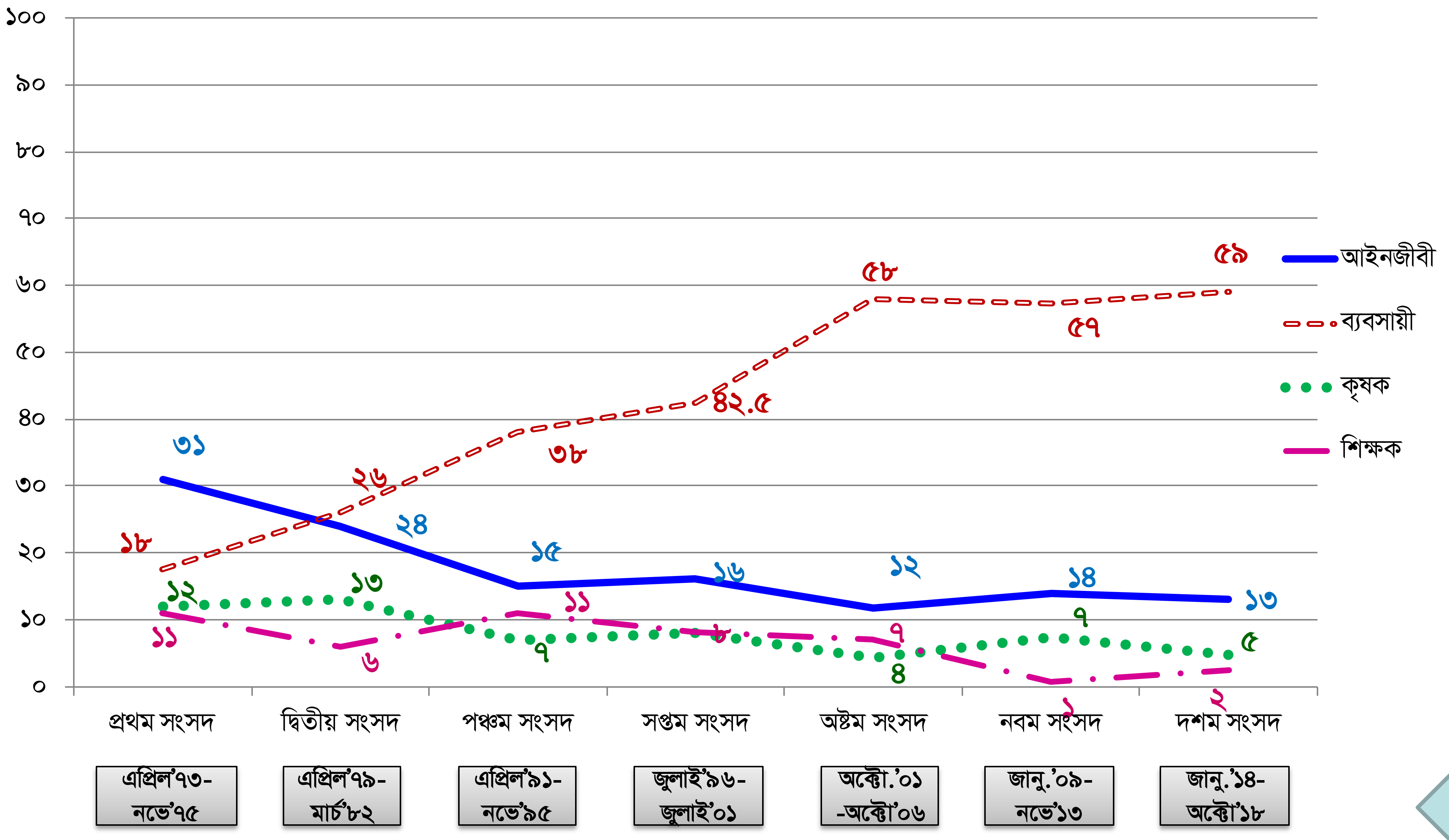

(সংযুক্তি : ২) সংসদে বিভিন্ন আলোচনা পর্বে মোট সময়ের ব্যয়ের দলভিত্তিক বিশ্লেষণ

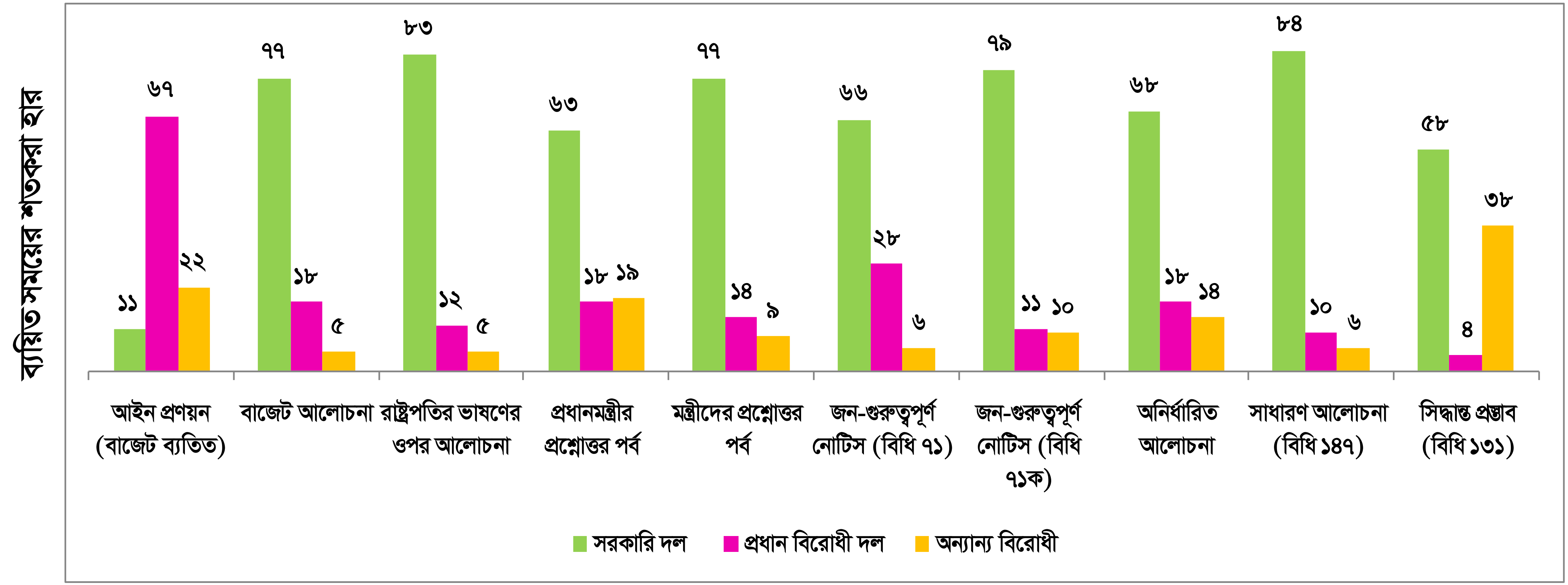

প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠামূলক আলোচনা পর্বসমূহে দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় বিবেচনায় সরকারি দলের অংশগ্রহণ বেশী হলেও আইন প্রণয়নে প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের তুলনামূলক বেশী সময় অংশগ্রহণ

(সংযুক্তি : ৩) সংসদে বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যের দলভিত্তিক অংশগ্রহণের হার

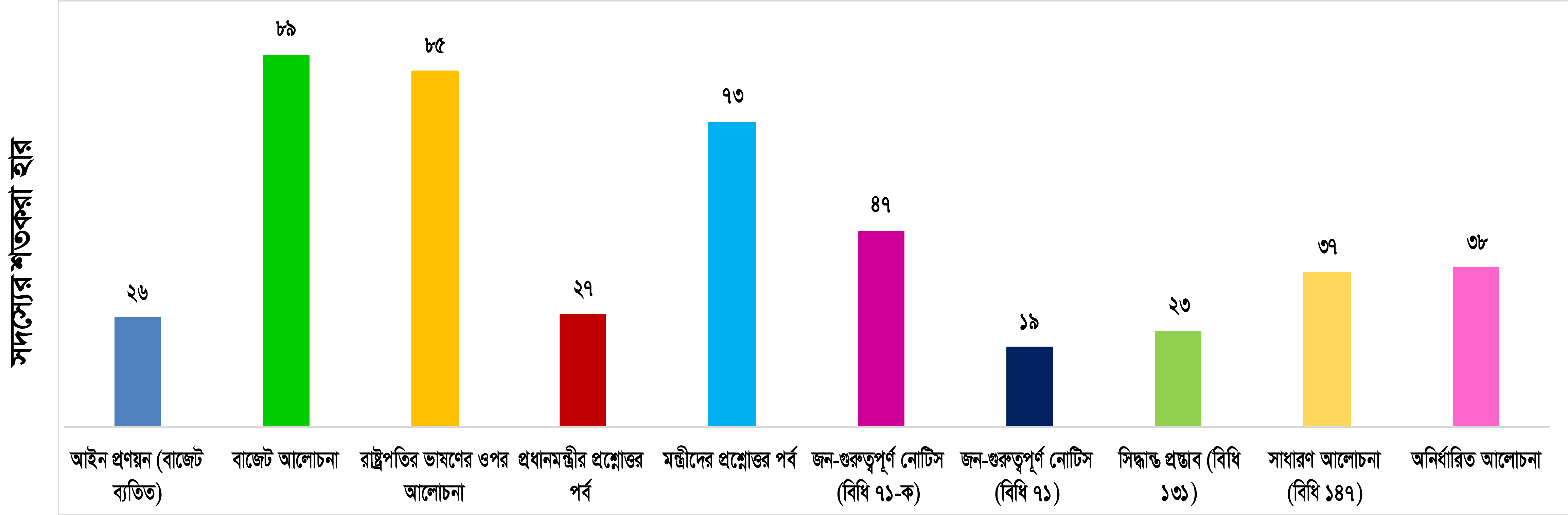

সংযুক্তি (৪) - অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের প্রতি কার্যদিবসে গড় কোরাম সংকট

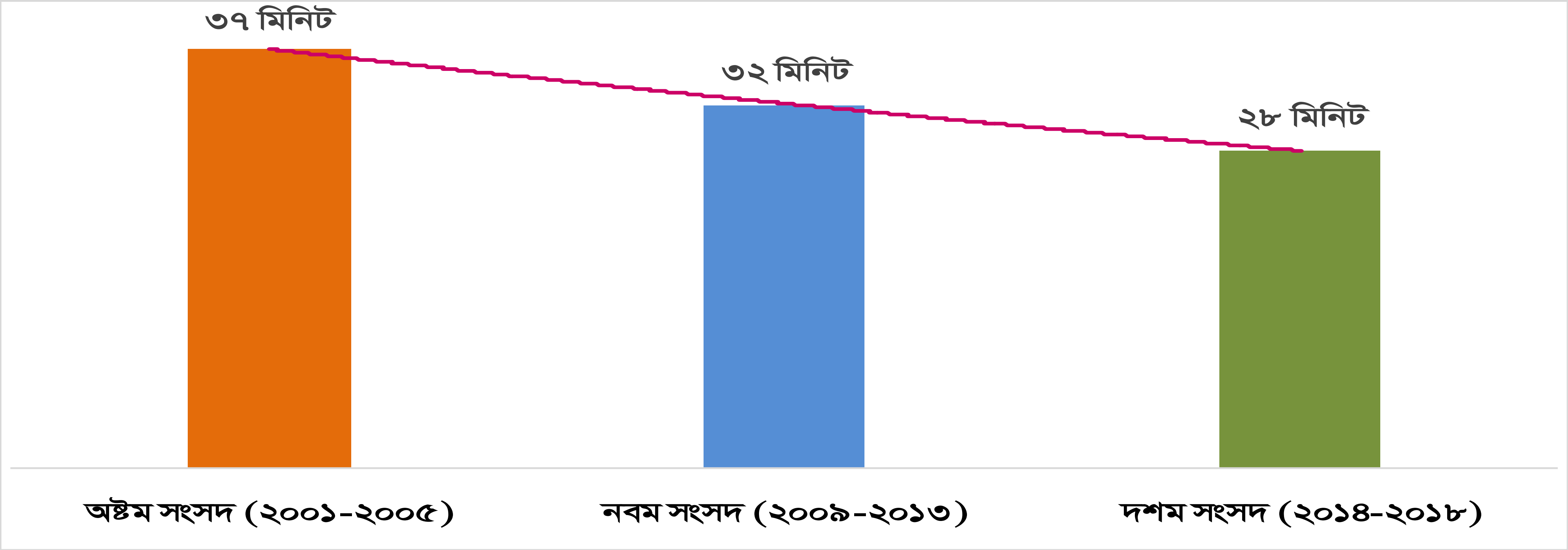

অষ্টম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে দশম সংসদের তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত (মোট অধিবেশন ৬৫টি) কার্যদিবস প্রতি গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে

সংযুক্তি (৫) - কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য

প্রাক্কলন পদ্ধতি: দশম সংসদ চলাকালীন অর্থবছরগুলোতে জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটির গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে এই প্রাক্কলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে

অধিবেশন	মোট কোরাম সংকট (ঘন্টা/মিনিট)	মোট কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত অর্থ মূল্য (প্রায়)
প্রথম থেকে চতুর্থ অধিবেশন (২০১৪)	৩৫ ঘন্টা ২১ মিনিট	১৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা
পঞ্চম থেকে অষ্টম অধিবেশন (২০১৫)	৪০ ঘন্টা ২৯ মিনিট	২৭ কোটি ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭২৩ টাকা
নবম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন (২০১৬)	৩৮ ঘন্টা ২৪ মিনিট	৩৭ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮ হাজার ৭৩৬ টাকা
চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন (২০১৭)	৩৮ ঘন্টা ০৩ মিনিট	৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৮ টাকা
ঊনিশ থেকে তেইশতম অধিবেশন (২০১৮)	৪২ ঘন্টা ১৩ মিনিট	৪৫ কোটি ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৬৬ টাকা
মোট (২০১৪ - ২০১৮)	১৯৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট	১৬৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৬৩ টাকা